অস্ট্রেলিয়ান বিগ ব্যাশ লিগে ব্রিসবেন হিটকে (৯১)৫৬ রানে হারাল অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স (১৪৭/৭)।

মাঠে - ময়দানে

অস্ট্রেলিয়ান এ লিগে গোল শূন্য ড্র করল সেন্ট্রাল কোস্ট মেরিনার্স ও ওয়েলিংটন ফিনিক্স।

ভারতীয় পেসাররাই সিরিজ জমিয়ে দেবে, মনে করছেন জ্যাক কালিস

কেপটাউন, ৩১ ডিসেম্বর: ভারতীয় পেসাররাই জমিয়ে দেবেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ। এমনই মনে করছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অলরাউন্ডার জ্যাক কালিস। টিম কোহেলির পেস-ব্রিগেডের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে কালিস বলেছেন, উমেশ-শামিরা দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবেশে বল করতে নিশ্চয় মুখিয়ে থাকবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিনটি টেস্ট, ছটি একদিন এবং তিনটি টি ২০ম্যাচ খেলবে ভারত। কেপটাউনে আগামী ৫ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে সিরিজের প্রথম টেস্ট। দক্ষিণ আফ্রিকায় এর আগে কখনও কোনও টেস্ট সিরিজ জেতেনি ভারত। যদিও কালিস মনে করেন, এবার ভারতীয় পেস আক্রমণ সিরিজকে আকর্ষণীয় করে তুলবে। কালিস বলেছেন, ওদের বোলিং লাইনআপটা দারুণ প্রতিভাশালী। এখনকার যা পরিবেশ তাতে ভারতের থেকে একটু বেশি সাহায্য পাবে পেসাররা। তাই ভারতীয় পেস আক্রমণ কতটা বিপজ্জনক হয়, তা দেখাটা আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে। এটা একটা হাড্ডাহাড্ডি সিরিজ হতে চলেছে বলেও মন্তব্য করেছেন কালিস। একইসঙ্গে কালিস বলেছেন, ভারতীয় পেসারদের দ্রুত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। এটা একেবারেই আলাদা পরিবেশ। এই পরিবেশে খেলতে ওরা অভ্যস্ত নয়। সঠিক জায়গায় বল ফেললে তবেই ওরা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে একটা সময় ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিরাট কোহেলির সঙ্গে খেলতেন কালিস। প্রাক্তন সব খেলোয়াড়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কালিস। তিনি বলেছেন, মোটিভেশনটা ঠিক থাকলে আগামী দিনে অনেক কৃতিত্ব অর্জন করে ফেলবেন কোহেলিরা। তাঁর কথায়, কোহলি বিশ্বমানের প্লেয়ার হয়ে উঠেছেন। ফলাফলই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, ও দুর্দান্ত প্লেয়ার। আরসিবি-তে থাকার সময় বুঝেছে পেরেছিলাম যে,ওর প্রতিভা রয়েছে। কোহলি যে একদিন ভালো খেলোয়াড় হয়ে উঠবেন, তা তাঁর টেকনিক ও টেম্পারমেন্ট থেকেই বোঝা গিয়েছিল।

কাঁধের চোট সারিয়ে এক বছর পর প্রোটিয়া শিবিরে ফিরে এসেছেন অভিজ্ঞ পেসার ডেল স্টেইন। প্রথম টেস্টে প্রথম একাদশে ঢোকার লড়াইয়ে ভালোমতোই রয়েছেন টেইন। টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সর্বাধিক উইকেট সংগ্রহের রেকর্ড রয়েছে শন পোলকের। সেই রেকর্ড থেকে মাত্র চার উইকেট দূরে স্টেইন। কালিস বলেছেন, পোলকের রেকর্ড ভাঙতে পারলে তা হবে দারুণ একটা কৃতিত্ব। বেশ কিছু বছর ধরে বিশ্বমানের পারফর্মার স্টেইন। তিনি এ ধরনের রেকর্ডের যোগ্য দাবিদার বলেও মনে করেন কালিস

বছর শেষে অ্যারোজকে 'গুডবাই' ধীরজের

স্টাফ রিপোর্টার: 'ড্রিম কাম ট্রু।' শুক্রবার শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতে ঠিক এটাই বলেছিলেন অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপার ধীরজ সিং। ড্রিম ম্যাচের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ব্রু জার্সি তুলে রাখলেন ধীরজ। আরও বড় ড্রিমকে তাড়া করে অ্যারোজকে গুডবাই জানালেন বছর শেষে।

নতুন বছরে স্কটল্যান্ডের প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব মাদারওয়েলে খেলতে দেখা যাবে তাকে। অক্টোবরে ভারতের মাটিতে হওয়া যুব বিশ্বকাপে তেকাঠির নিচে সাফল্য পান মণিপুরের ফুটবলার। ভারত গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচে নয় গোল হজম করলেও তেকাঠির নিচে ধীরজের পারফরম্যান্সে ছিল চোখ ধাঁধানো। বিশ্বকাপের সময় বিদেশ থেকে ভারতে আসা রিক্রুটারদের নজর ছিল তাই ধীরজের দিকে। মাদারওয়েল ছাড়াও মেজর লিগ সকারের টরোন্টো এফসি, প্রিমিয়র লিগের ওয়েস্টহ্যামের পক্ষ থেকেও অফার পেয়েছিলেন ধীরজ। অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ শেষ হতেই বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে খেলার অফার পান তরুণ গোলকিপার। ভারতের বিভিন্ন ক্লাবে খেলারও সুযোগ আসে। তবে দেশের নয়, বিশ্বের সেরা কোনও ক্লাবে ধীরজ সুযোগ পেলেই তাকে রিলিজ করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় ফেডারেশন। সেই মতো বিশ্বকাপ শেষ হতে অনূর্ধ্ব-১৭'র অন্য ফুটবলাররা যখন ফেডারেশনের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে সই করে, তখন চুক্তির মেয়াদ বাড়ানিন ধীরজ। ৩১ ডিসেম্বরই পর্যন্ত তিনি ফেডারেশনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। বছর শেষের আগের দিনই তাই দলের সবকলে গুডবাই জানালেন ধীরজ।

ইন্ডিয়ান অ্যারোজের জার্সিতে বাগানের বিরুদ্ধে ২৯ তারিখের ম্যাচটাই যে ধীরজের শেষ ম্যাচ হতে চলেছে, সেটা অবশ্য জানতেন না অ্যারোজ কোচ মাতোস। শনিবার অ্যারোজ দল যখন কলকাতা ছাড়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন হঠাৎ করেই দলকে গুডবাই জানিয়ে আগামী দিনে ভাল খেলার জন্য শুভেচ্ছা জানায় ধীরজ। এরপর অ্যারোজ দল দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিলে হোটেল ছেড়ে এক বন্ধুর বাড়িতে ওঠে ধীরজ। নতুন বছরে স্কটল্যান্ডের ক্লাবের হয়ে টানা এক বছর সিনিয়র দলের সঙ্গে অনুশীলনের সুযোগ পাবেন ভারতীয় গোলকিপার। এরপর মাদারওয়েল কর্তৃপক্ষের যদি তাকে পছন্দ হয়, সেক্ষেত্রে পরের মরশুমে ক্লাবের সিনিয়র দলে খেলতে দেখা যাবে ধীরজকে।

ভারতীয় ফুটবলে এই মুহূর্তে শোরগোল ফেলে দেওয়া ফুটবলার অবশ্য মনে করছেন এক বছরের ট্রায়াল শেষে সিনিয়র দলে সুযোগ না পেলেও বিদেশের মাটিতে উন্নত মানের পরিকাঠামো তাকে গোলকিপার হিসাবে আরও উন্নত করবে।

আইজলের জয়

কোচি, ৩১ ডিসেম্বর: **আই লিগের ম্যাচে গোকুলাম এফসিকে ২-০ গোলে হারাল গতবারের চ্যাম্পিয়ন আইজল এফসি। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে ড্যানিয়েল আডোর আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় পাহাড়ের দলটি। ৫২ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আন্দ্রেই লোনেস্কু। পাঁচ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে আইজল।**

নতুন টিটি অ্যাকাডেমি গড়ছেন পৌলমীরা

স্টাফ রিপোর্টার: **টেবল টেনিস থেকে পেয়েছেন অনেক কিছু। যশ, সম্মান, অর্থ। এবার টেবল টেনিসকে ফিরিয়ে দেওয়ার পালা। সেই লক্ষ্যেই অ্যাকাডেমি খুলতে চলেছেন পৌলমী ঘটক ও সৌম্যদীপ রায়। জানা গেছে, ভারতীয় টেবল টেনিসের এই সফল জুটির অ্যাকাডেমির উদ্বোধন হবে আগামী ৩ জানুয়ারি। হাজির থাকার কথা ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের। যাদবপুরে অ্যাকাডেমি গড়তে চলেছেন পৌলমী ও সৌম্যদীপ। আপাতত ৯টি বোর্ড নিয়ে তাদের অ্যাকাডেমি পথ চলা শুরু করবে। এখনও টেবল টেনিস থেকে অবসর নেননি পৌলমী ও সৌম্যদীপ। সামনেই জাতীয় প্রতিযোগিতা। সেই লক্ষ্যেই নিজেরা প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। তার সঙ্গেও অ্যাকাডেমির কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। নিজেরা শেখানোর পাশাপাশি কোচও রাখবেন। ভবিষ্যতে এই অ্যাকাডেমিকে আবাসিক অ্যাকাডেমিতে পরিণত করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে মূল সমস্যা আর্থিক। এই মুহূর্তে কোনও স্পনসর নেই। পৌলমী বলেন, 'আমাদের এই অ্যাকাডেমিকে ভবিষ্যতে আবাসিকে পরিণত করতে চাই। কিন্তু আমাদের মূল সমস্যা স্পনসর। কোনও স্পনসর যদি এগিয়ে আসে, তাহলে আবাসিক অ্যাকাডেমি করব। নতুন প্রতিভা তুলে নিয়ে আসার লক্ষ্যেই অ্যাকাডেমি গড়তে চলেছি।'**

বিমান বিভ্রাটের মুখে ইস্টবেঙ্গল অ্যারোজ ম্যাচের আগে প্রবল চাপে কোচ খালিদ

ইম্ফল, ৩১ ডিসেম্বর: টানা আটবার ঘরোয়া লিগ জিতলেও সেই ঝলকানি নেই লাল-হলুদে। ১৪ বছরের খরা। আই লিগ নেই। কত কোচ এল। তবু আই লিগ এলো না। ফিলিপ ডি রাইডার থেকে কার্লোস আলবার্তো পেরেইরা, ট্রেভর জেমস মর্গ্যান থেকে আর্মান্দো কোলাসো কোচের পর কোচ এসেছেন কিন্তু আই লিগ ঢোকেনি লেসলি ক্লডিয়াস সরণির তাঁবুতে। এই চোদ্দ বছরের মধ্যে অন্তত বার সাতেক প্রায় হাতের কাছ থেকে ফস্কে গিয়েছে আই লিগ। কিন্তু সমর্থকদের প্রবল চাপ এবার। তা টের পাচ্ছেন কর্তারাও।

সেই চাপের কাছে কিছুটা মাথা ঝুঁকিয়েই খালিদকে নিয়ে এসেছিলেন লাল-হলুদ কর্তারা। ফুটবল মহলের মতে অনেকদিন পর দেখা গিয়েছে টিম গঠনে বিদেশি নির্বাচনের দায়িত্ব এ বার কর্তারা নিজেদের হাত থেকে ছেড়ে কোচকে স্বাধীনভাবে করতে দিয়েছিলেন। মূলত খালিদের পছন্দেই প্লাজাকে কলকাতা লিগের পরও আই লিগে রেখে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। চেন্নাইয়ের বাতিল স্ট্রাইকার চার্লসকে লাল-হলুদ জার্সি পরানো হয়েছে তারও একমাত্র কারণ নাকি গতবার আই লিগ জয়ী কোচ।

শনিবারের নেরোকা ম্যাচ ড্র করার পরই কর্তাদের চাপ আসতে শুরু করেছে খালিদের উপর। ফেডারেশনের ট্রান্সফার উইন্ডো খুললেই চার্লস বিদায় হবে এই দেওয়াল লিখন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে আগেই। কিন্তু এর মধ্যেও ইস্টবেঙ্গলকে খেলতে আরও কয়েকটি ম্যাচ। পরপর দুটো ম্যাচ বাইরে। ম্যাচ শেষে ইম্ফলের হোটেলে ফেরার পরই কলকাতা থেকে এক শীর্ষ কর্তা ফোনে যোগাযোগ করেন খালিদের সঙ্গে। খানিকটা পরামর্শের সুরেই খালিদকে বলা হয় চার্লসেপ বদলে সুরাবুদ্দিনের কথা ভাবতে। এবং উদাহরণ দিয়ে সেই কর্তা গোকুলাম ম্যাচে শেষ দিকে মাঠে নেমে সুরাবে খেলার উদাগরণ দিয়েই গোটা ব্যাপারটা বলেন কোচকে।

ইম্ফল বিমান বন্দরে অপেক্ষারত লাল-হলুদ ফুটবলাররা।

রবিবার সকালেই ইম্ফল থেকে দিল্লি যেত লাল-হলুদ। কিন্তু কুয়াশার কারণে পিছিয়ে যায় বিমানের সময়। ফলে দীর্ঘক্ষণ বিমানবন্দরেই অপেক্ষা করতে হল ফুটবলারদের। ২ জানুয়ারি প্রতিপক্ষ ইন্ডিয়ান অ্যারোজ। তারপর ৮ তারিখ গোয়ার মাঠে লাল-হলুদকে লাল-হলুদকে খেলতে হবে চার্চিলের বিরুদ্ধে। লাল-হলুদের একটি অংশের মতে খালিদ এবার চ্যাম্পিয়নশিপের যে ম্যাজিক ফিগার আন্দাজ করে এগোচ্ছেন তাতে তাঁর টার্গেট ছিল এই তিন অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে ৭ পয়েন্ট তুলে আনা। শনিবার মুখের সামনে থেকে বেরিয়ে গিয়েছে ৩ পয়েন্ট। মাঠ ছাড়তে হয়েছে ১ পয়েন্ট নিয়েই। সুতরাং খালিদের গোপন অঙ্ক খাতা অনুযায়ী পরের দুটো ম্যাচ জিততেই হবে ইস্টবেঙ্গলকে। এর মধ্যে প্লাজার হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট। যদিও তা খুব একটা গুরুতর নয় বলেই মনে করছে টিম ম্যানেজমেন্ট। গার্সিয়াও বলেছেন, অ্যারোজ ম্যাচ শুরু থেকেই খেলবেন প্লাজা। গোকুলাম ম্যাচ ছাড়া সব ম্যাচে গোল হজম করেছে ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে ১৪ গোল করলেও টিমের স্ট্রাইকারদের পা থেকে এসেছে মাত্র ৩টি গোল। ফলে লিগ টেবলের উপরে থাকলে চিন্তা যাচ্ছে না ইস্টবেঙ্গলের।

যতদিন যাচ্ছে, নিজেকে অন্য উচ্চতায় তুলে নিয়ে যাচ্ছেন পাওলো দায়বালা। তাঁর জোড়া গোলে ভর করে সিরি এ'র ম্যাচে হেলাস ভেরোনাকে ৩-১ গোলে হারাল জুভেন্টাস। তুরিনের দলটির হয়ে প্রথম গোলটি করেন মাতুইদি। মার্টিনের গোলে সমতা ফিরিয়েছিল ভেরোনা। এরপরই জোড়া গোল দায়বালার।

EOI Isles Icon 2018

Celebrating excellence in Andaman & Nicobar Islands

Award, Certificate and Cash Prize of Rs. 50,000/-

-: NOMINATIONS OPEN :-

The most widely circulated newspaper in the isles, THE ECHO OF INDIA is announcing EOI ISLES ICON award 2018 for a person, organisation or group who have excelled in making Andaman and Nicobar Islands proud nationally or internationally in the field of culture, social, sports, journalism, business or in any field deemed right. To be selected by an esteemed jury, the award will be presented in a glittering ceremony at Port Blair in the month of March, 2018 to be attended by the crème de la crème of the islands.

Please fill this form with the name, address, phone number and email of the person, organisation or group you would like to Nominate and see the first EOI ISLES ICON 2018 (It also could be you!). Attach photograph (you can download picture from the internet too) of the nominee along with the cut out of this form.

IMPORTANT- Please do not forget to cut this filled form from this newspaper (if you do not, then the nomination will be deemed rejected) and attach to a detailed list of the achievements, personal profile and photograph in a separate paper or document. No photocopy of newspaper cut out will be entertained.

LAST DATE OF SUBMISSION- 31ST DECEMBER, 2017

NOTE- Please post or courier nomination with cut out of this form to EOI ISLES ICON award 2018, THE ECHO OF INDIA, First cross, M.G. Road, Junglighat (near Mitali Book Store), Port Blair- 744103.

FORM

PHOTO

NAME .....

FIELD OF EXCELLENCE .....

ADDRESS .....

PHONE/CELL NO. .....

EMAIL .....

NB. No staff members or their families of THE ECHO OF INDIA group of publications can participate in the nomination process, No telephone calls or emails will be entertained.

প্রকাশক এবং মুদ্রক টি দুর্গা রাও, স্বত্বাধিকারী : আশিষ লাহা, ৯৭/২, এম জি রোড, মিডিল পয়েন্ট, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪ ১০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ডলিগঞ্জ, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪ ১০৩ থেকে মুদ্রিত, সম্পাদক : আশিস্‌ লাহা* (পিআরবি আইন অনুযায়ী প্রকাশিত সমস্ত সংবাদের জন্য দায়বদ্ধ)।
Printed and published by T Durga Rao, owned by Asish Laha and published from 97/2, M. G. Road, Middle Point, Port Blair-744 101 & printed at Echo Printing Press, Dollygunj, Port Blair-744 103. Editor : Asish Laha* (*responsible for selection of news under the PRB Act).